এক বুক রক্তে লেখা

হলো স্বাধীনতার দ্বিতীয় খণ্ড

মুহাঃ আন নাহিয়ান প্রিন্স

উৎসর্গ

শহীদ আবু সাঈদ ভাইয়ের প্রতি –

যিনি রাষ্ট্রের বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন একটি প্রজন্ম।

এবং

সেই সকল সাহসী ছাত্রদের প্রতি,

যারা হুমকি, হামলা আর গুলির ভয় উপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে,

যারা বুক পেতে দিয়েছিলো–

একটি ন্যায্য, বৈষম্যহীন,

নতুন বাংলাদেশের জন্য।

লেখক পরিচিতি

নাম: মুহাঃ আন নাহিয়ান প্রিন্স

পদবি/পরিচয়: শিক্ষার্থী, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

ঠিকানা: বাঘাডাঙ্গা, মহেশপুর, ঝিনাইদহ

ইমেইল: cse12105007brur@gmail.com

মোবাইল নম্বর: 01601942144

এক বুক রক্তে লেখা হলো স্বাধীনতার দ্বিতীয় খণ্ড

সেদিন আকাশ ছিল আগুনের মতো থমকে থাকা,

রংপুরের বাতাসে শুধু ধুলোর মতো ভেসে ছিল প্রতিবাদ।

বেরোবির মাঠ আর শিক্ষাঙ্গন–

ছিল না আর কেবল ক্লাসের পথ,

তা হয়ে উঠেছিল **প্রতিরোধের নামতা**।

সেই জমিনে উঠে এলেন তিনি–

আবু সাঈদ,

একজন ছাত্র,

একটি সাহস,

একটি দেশের ভেতরের জেগে ওঠা বিবেক।

তাঁর কাঁধে ছিল না কোনো রাজনীতি,

ছিল না কোনো পদবি বা মঞ্চ।

ছিল কেবল–

বুক ভরা স্বপ্ন,

চোখ ভরা অন্যায় দেখার জেদ।

যখন পেছনে শ’ শ’ ছাত্রছাত্রী,

আর সামনে বুলেটের মুখোমুখি রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট বাহিনী,

তখন তিনি দু’হাত প্রসারিত করে বলেছিলেন–

“বুকের ভেতর অনেক ঝড়,
বুক পেতেছি, গুলি কর।”

একজন **নিরস্ত্র ছাত্র,**

যার মনে জমেছিল **হাজারো ক্ষোভ,**

যিনি মেনে নিতে পারেননি রাষ্ট্রের অন্যায়–

তারই বুকে **নির্বিচারে গুলি চালায় পুলিশ।**

প্রথমে তিনি কিছু বুঝে উঠতে পারেননি,

দ্বিতীয় গুলির পর তিনি হালকা কেঁপে উঠেন,

বুক চেপে ধরে বসে পড়েন নিঃশব্দে–

তারপর লুটিয়ে পড়েন মাটিতে।

সহপাঠীরা ছুটে আসে,

দুই পাশে ধরে তাঁকে নিয়ে ছুটে চলে **রংপুর মেডিকেলে,**

ডাক্তার তখন নিঃসাড় কণ্ঠে ঘোষণা করেন–

“তিনি আর নেই।”

তবে সেই গুলি শুধু একজনের বুক বিদীর্ণ করেনি,

ছিন্ন করেছে হাজারো ছাত্রের নিশ্চিন্ত জীবন।

কিন্তু জানো ভাই,

তুমি মরে যাওনি।

তোমার লাশ তখন মাটিতে,

আর তোমার নাম তখন ইতিহাসে।

বেরোবির মাঠ তখন আর শুধু ঘাসে ভরা নয়–

সেখানে জন্ম নিয়েছিলো **বিপ্লব**।

তোমার রক্ত মিশে গিয়েছিলো রাজপথে,

পোস্টারে, ফেসবুক স্ট্যাটাসে,

আর আমাদের চেতনার প্রতিটি শিরায়।

আমরা তখন সবাই দাঁড়ালাম।

রংপুর তখন আর ঠাণ্ডা শহর নয়,

সে তখন চিৎকার করে বলেছে–

“দিয়েছি তো রক্ত, আরো দেবো রক্ত,

রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়!”

আর সেই প্রতিবাদের মূল কেন্দ্রে–

তুমি ছিলে, ভাই।

তুমি, যে বুক পেতে দিয়েছিল,

তুমি, যে পেছনে যায়নি,

তুমি, যে মরে গিয়ে জাগিয়ে তুলেছিলে হাজার জন।

একটি গুলির আওয়াজে থেমে গিয়েছিল চারদিক,

কিন্তু শুরু হয়েছিল এক লাল রঙের অধ্যায়,

যেখানে লেখা হলো–

"আমার সোনার বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নেই"

"কোটা প্রথা বাতিল চাই"

"দিয়েছি তো রক্ত, আরো দেবো রক্ত"

তুমি এখন ইতিহাস না– তুমি ভবিষ্যতের দিকচিহ্ন।

তোমার নামে এখন ক্লাসের চেয়ারে শ্রদ্ধা,

মিছিলে শ্লোগান,

ছাত্রদের চোখে আগুন।

তুমি শহীদ হয়েও নতুন প্রাণ।

তবু এখনো রাষ্ট্র নীরব।

বিচার হয়নি, হবারও নয়।

কারণ যারা গুলি চালিয়েছিল,

তারা কাগজে নেই,

তারা আজো ক্ষমতায় আছে।

তবু ভয় নেই, ভাই।

আমরা দেখেছি–

ছাত্রলীগের মার, হুমকি, ধাওয়া–

আরও দেখেছি **কণ্ঠস্বর চেপে ধরার রাজনীতি।**

কিন্তু এরপরও আমরা দাঁড়িয়েছি–

আমরা জানি–

"আমরা হেরে গেলে, হেরে যেতো বাংলাদেশ।"

তাই তো হারিনি, হারব না।

আমরা যে রক্তের উত্তরাধিকারী,

সে রক্তের নাম– আবু সাঈদ।

রংপুর আর বেরোবির মাটি জানে,

ছাত্রলীগের মার খেয়েও যারা মিছিল ছাড়েনি,

হল থেকে তাড়ানোর হুমকি সহ্য করেও যারা ক্লাসে ফিরেছিল,

তারা কেউই একা ছিল না–

তারা সঙ্গে রেখেছিল একজন শহীদের রক্ত।

সেই রক্ত,

যা শোষণের বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠা প্রদীপ হয়ে আছে

প্রতিটি ছাত্রের চোখে।

আবু সাঈদ ভাই,

তোমার মৃত্যুর পর কত সভা হলো,

বিবৃতি এলো, অস্থায়ী তদন্ত গঠিত হলো–

কিন্তু আজও তোমার রক্তের জন্য **এই রাষ্ট্র চুপ।**

তারা জানে না,

তোমার মতো কেউ যখন নিঃশব্দে বুক পেতে দেয়,

তখন শুধু একজন ছাত্র শহীদ হয় না–

তখন একটা প্রজন্ম চিরজাগ্রত হয়।

তোমার মা হয়তো আজও রাতে দরজার শব্দে জেগে ওঠেন,

তোমার বন্ধুরা হয়তো এখনো ক্লাসে একটুখানি চেয়ারে

তোমার হাসি খোঁজে।

তোমার নাম উচ্চারিত হয় না কেবল দুঃখে,

তোমার নাম এখন উচ্চারিত হয়

শ্রদ্ধা, সাহস আর শপথে।

তোমার রক্তে জেগে উঠেছে প্রজন্ম,

তোমার নামেই লেখা হয়েছে ইতিহাসের নতুন অধ্যায়–

তুমি হারাওনি ভাই,

তুমি চিরকাল বাংলাদেশের বুকে জেগে থাকা সাহস।